অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। কথামালার স্লাইড শো ।।

স্লাইড ১.

তুমি কী কও - কামে কী যামু?

আইজকা হরতাল। কামে গিয়া আবার কোন ঝামেলায় পইড়া যাও। থাউক যাওনের কাম নাই।

কাইলও ছিলো হরতাল আইজও হরতাল। কামে না গেলে খাওন জুটবো?

তুমি তো কইলা তোমাগো বিল্ডিংয়ে কিয়ের জানি ফাটল ধরছে।

হেইডা ঠিক, ফাডল ধরছে। দেখলেই আমার কেমুন ডর করে। তয় মালিক তো জোর করে। হের বিপক্ষ দল হরতাল ডাকছে তাই আমাগো সবটিরে যাইতে কইছে। হে দেহাইবো হেরা হরতাল করে নাই। হের নেতারা তাইলে হের উপরে খুশী থাকবো। আর নেতা খুশী থাকলে আকাম-কুকাম যা করতাছে সবটি করবার পারবো। থানার গুষ্টি শুদ্ধা হেরে সালাম দিবো। আমাগো সুপারভাইজার হইলো বিপক্ষ দলের। হে কইলো কামে যাইবা না। এহন আমি কার কথা রাখি।

হোনো মর্জিনা। জন্মের পর থেক্কাই তো এই খেলা দেখতাছো। কী দেখো নাই?

দেখছি না আবার? সরকার যা করবো বিরোধীরা তার উল্টাডা করবো। হরতাল দিবো। হরতালের আগের দিন মানুষ মারবো। আর মারবো খালি আমাগো মত গরীব গুলানরে - রিক্সাআলা আর সিএনজির ডেরাইবার, নয়তো গার্মেন্টসের পোলা মাইয়া গুলানরে। যারা হরতাল দেয় আর হরতালের প্রতিরোধ করে হেরা কেউ মরবো না। হেগো পোলা মাইয়াও মরবো না। মরবো খালি গরীব মানুষ। আর একটা মরলেই কইবো ও আমাগো দলের কর্মী আছিলো।

হোনো মর্জিনা। এইডাই হইলো গনতন্ত্র। মানি হইলো গিয়া এই দ্যাশে একটা নিয়ম করা আছে। সরকারে থাকলে কী কী করতে হইবো কী কী বলতে হইবো আর বিরোধী দলে গেলে কী কী করতে হইবো আর কী কী বলতে হইবো। সব ঠিক করা আছে। হেইডার নাম হইলো গিয়া সংবিধান। কাজ কাম হেই একই হইতাছে। খালি এহন যে ক্ষমতায় আছে হে বিরোধীতে গেলে এখন যা যা বিরোধী করতাছে হে তাই তাই করবো। আর অহন যে বিরোধীতে আছে হে ক্ষমতায় আইয়া এহন সরকার যা যা করতাছে তাই তাই-ই করবো। এ হের দোষ দিবো। কিন্তুক হরতাল জ্বালাও পোড়াও খুনাখুনি বদলাইবো না। চলতেই থাকবো। খালি মানুষ গুলা বদলাইবো। এ মুড়া থাইক্কা হেই মুড়ায় যাইবো।

হইছে রাজনীতি বাদ দাও হেই সবে আমাগো পেটে ভাত যাইতো না। এহন কও কী করুম।

যাও। আমি তো আর সিএনজি লইয়া আইজ বাইরাইতে পারমু না। কুত্তা গুলান তো আগুন দেওনের লাইগা খাড়াইয়া আছে। ল যাই আমি তোমারে দিয়া আসি আর ফাটলডাও একটু দেইখা আসি।

তইলে আমার দুই বছরের মাইয়াডা! আমার জুলেখা কার কাছে থাকবো?

ও আমার লগেই যাইবো। আইজ আর মেহেরুন গো বাড়িত হেরে পাডানো লাগতো না।

জানো আমার না আইজকা যাইতে ইচ্ছা করতাছে না। ওই ইতরের বাচ্চা কইছে আইজ কামে না গেলে হে বাদ দিয়া দিবো। খালি আমগো রক্ত চুইষা হেরা বড় লোক হইবো। এক সুপারভাইজারে কইছে গার্মেন্টস ব্যবসায় আসল লাভ আহে শ্রমিকের মুজুরী মাইরা।

কেমনে?

যারা মালের অডার দেয় হেরা তো কাপড় সুতা বোতাম ব্যাবাক দিয়া দেয়। খালি মজুরী ডা আলাদা দেয়। হেইডা দেয় ডলারের হিসাবে। মনে কর একটা প্যান্টের জন্য যদি দেয় দশ ডলার তো আমরা পাই কত? এক বা দুই ডলার। বাকীটা মালিকের ফ্যাক্টরী খরচা, ইসটাফের বেতন আর হের লাভ। পয়সা বানাইতে হইলে এই মর্জিনা গো পয়সা মাইরাই ওগো চলতে হইবো। ফ্যাক্টরী বিল্ডিংয়ের যে দশা তাতে এখন ব্যাক মর্জিনাগো মাইরা ফেলায় কিনা আল্লায় কইতে পারবো।

যাও - মন খারাপ কইরো না যাও, আল্লাহ ভরসা।

স্লাইড ২.

এ্যাই রেনু আপা। হরতালের দিন এমুন টানা হেঁচড়া কইরা আমগো কামে না আনলে চলতো না? কাইলকা কিন্তুক পুলিশের লোক কইয়া গেছে মালিকরে এই বিল্ডিং বন্ধ রাখতে।

তুই মর্জিনা একটা ছাগল। মালিকের এমপি ভাইয়া আছে না? এমপি ভাইয়া তো এই এলাকার রাজা। এমপি ভাইয়া কইছে সব খোলা রাখো। থানা পুলিশ আমি দেখুম নে।

রেনু আপা- এই ধরেন। এই বান্ডিলে আছে ১২ টা প্যান্ট যেগুলা বোতাম আপার কাছে দিতে হইবো। আর এই বান্ডিলে আছে দুই ডজন টি-সার্ট। এগুলান ইস্তিরি লাগবো।

এই - এই মর্জিনা এইডা কিয়ের শব্দ হইতাছে - মনে হইতাছে কী জানি মুছরাইতাছে

এই সবাই পালাও পালাও বাইরে যাও বাইরে যাও বিল্ডিং ভাইঙ্গা পড়তাছে - রেনু আপা, সখিনা ..., মোমিন ভাই ..., সবিতা রানী..., ফজল চাচা ..., কাটিং মামা ..., ও আল্লাহ ও মা বাঁচাও ..., বাঁচাও ..., বাঁচাও ...

কী হইছে? ..., আমার বুকের উপর হাতের উপর মাথার পাশে ভারী ভারী এগুলান কী। ..... আমি নড়তে পারতেছি নাা ক্যান ... ... ও মা ও আল্লাহ একটু পানি ..... এতো অন্ধকার ..... জুলেখা মা তুই.....

স্লাইড ৩.

অই ছলিম। সব নিছিস তো।

হ্যাঁ সবই নিছি। মুড়ি তিন বস্তা, শাবল চাইরখান, শক্ত দড়ি, ছোট বালতি, টর্চ লাইট তিনটা, পানির বোতল ৫০ টা, কলা সবই নিছি। মুগুর পাই নাই বছির আনবার গেছে।

তইলে এবার চল।

দাঁড়া। আরো কিছু লোক আসার কথা সব মিলায়ে আমাদের লোক হবে ৩০/৪০ জন। এক বাসেই জায়গা হয়ে যাবে। হরতাল উঠায়ে নিবে তিনটার সময়ে। আমাদের যাইতে ঘন্টা তিনেক লাগবে।

উনাগের অনেক দয়া। মানুষ চাপা পড়ে মরে যাচ্ছে তাই হরতাল তুলে নেছে।

তুই থাম। বিল্ডিং পইড়েছে সকালে আর হরতাল তুলে নেছে বিকেলে তাও বাকী আছে মাত্র দু'ঘন্টা। এখন কোন দলাদলি নাই। মানুষ বাঁচাতে হবে। মনে রাখবি আমরা ছাড়া চাপা পড়া মানুষগুলোর আর কেউ নাই। আমাদের জীবন দিয়ে হলেও ওদের বাঁচাতে হবে। মনে করবি আমাদের আর কোন পিছুটান নাই। তা'হলেই ওদেরকে বাঁচাতে পারবি।

ওরা সব নিরপরাধ মানুষ। ওরা সব খেটে খাওয়া মানুষ। ওদের কোন রাজনীতি নাই। তবে ওদেরকে নিয়া দেশে বিদেশে সবার রাজনীতি।

স্লাইড ৪.

সোবাহান ভাই - বলেন সোবাহান আল্লাহ। কেল্লা ফতে হো গিয়া।

আরে ভাই রসিকতা ছাড়েন কী বলবেন তাড়াতাড়ি বলেন।

সাভারের ঘটনা শুনেছেন?

শুনেছি তো, টিভিতে দেখছি সব। ওসব দেখাদেখি বাদ দেন। কয়েকজন কর্মীকে নির্দেশ দেন এখুনি সাভারে গিয়ে ত্রাণ-ফান কিছু একটা করুক। ওদিকে সব গার্মেন্টস কর্মীদের ক্ষেপিয়ে দেন। ওদের বলেন সরকার উদ্ধার কাজ নিয়ে রাজনীতি করছে। হরতাল প্রতিহত করার জন্য হরতালের মধ্যে গার্মেন্টস কর্মীদের জোর করে ভাঙ্গা বিল্ডিয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে গণহত্যা করেছে। এ সকল গার্মেন্টস কর্মীদের দিয়ে সরকার আমাদের শান্তিপূর্ন হরতাল নস্যাৎ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলো। এ সরকার পতনের লক্ষ্যে গার্মেন্টস কর্মীদের ক্ষেপিয়ে তুলুন। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। টাকার জন্য ভাববেন না। বলেন উদ্ধার কর্মে সরকারের সীমাহীন গাফলতি এবং দূর্নীতি। ওই ভবনের মালিক সরকারের দলের লোক। ওকে বাঁচাতে সরকার এখন মরিয়া। নইলে ওর কাছ থেকে সরকারের অনেক গোমর বেরিয়ে যাবে। সরকার ওকে পগার পার করে দিয়েছে। এগুলো সব পরিকল্পিত হত্যা।

স্লাইড ৫.

আমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষনা করতে চাই ওই ধসে পড়া বিল্ডিংয়ের মালিকের সাথে আমাদের দলের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের দলে কোন সন্ত্রাসী বা আজে বাজে লোকের স্থান নেই। আপনারা যা শুনেছেন এ সবই বিরোধীদের 'ষড়যন্ত্র'। সরকারের 'ভাবমূর্তি' নস্যাৎ-এর গভীর চক্রান্ত। আমাদের নেতা বলেছেন যেভাবেই হোক ধসে পড়া ভবনের মালিককে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করা হবে। (লিডার - আপনার কানে কানে একটা কথা বলবো? কী বলো - আসলে ধসে পড়া ভবনের মালিক আমাদের দল করছে এক যুগ ধরে। দলের জন্য অনেক ত্যাগ ওর। মিছিলের লোক দেয়া থেকে শুরু করে পয়সাপাতি অনেক ঢালে। ওর আবার একজন স্থানীয় লিডার আছে তার মাধ্যমেই সব হয় বলে আপনারা ওর সম্পর্কে এতো কিছু জানেন না। তবে আমরা ইতোমধ্যে জরুরী মিটিং করে ওকে দল থেকে বহিস্কার করে দিয়েছি।)। এইমাত্র আমার কানে কানে একটি সংবাদ দেয়া হলো যে ওই ভবনের সন্ত্রাসী মালিককে ধরার জন্য আমাদের গোয়েন্দারা মাঠে নেমে পড়েছে।

আমি আরো একটি কথা এইমাত্র জেনেছি যে হরতাল সমর্থকরা ফাটল ধরা ভবনের ভিতর কর্মরত নিরীহ গার্মেন্ট শ্রমিকদের বের করে আনার জন্য 'ভবনটির গেট-পিলার ধরে ধ্বস্তাধ্বস্তি করার ফলে ভবনটি ধসে পড়ে এতো লোকের প্রাণ হানি হয়েছে"। যদিও ভবনটির গেটে ঈদের সময়ে আপনাদের যে ধরণের "বড় বড় তালা লাগিয়ে বাড়ী যাবার জন্য আমাদের আরেক নেতা যেমন উপদেশ দিয়েছিলেন' ঠিক সে ধরণের তালা লাগানো ছিলো। কিন্ত তারপরেও 'আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে"। এতো বড় শত্রুতা ষড়যন্ত্র আমরা মেনে নিতে পারি না। আমরা তাই 'লুকিং ফর শত্রুজ'। আমরা এখন একটি চেয়ারের তলদেশ পরীক্ষার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছি যে চেয়ারে মানুষ বসলেই কেমন করে এমন 'অমর বাণী' দেবার দৈব ক্ষমতা অর্জন করে।

স্লাইড ৬.

ওসি সাহেব?

জ্বি স্যার? কাজ সব ঠিকঠাক মতই যদি হয় তইলে ঘোড়েল কানা ধরা পড়লো কেমনে? আপনি জানেন এর জন্য আপনাকে কত মূল্য দিতে হবে?

স্যার আমার জান কোরবান।

তাতেও হবে না ওসি সাহেব। ঘোড়েল কানার পয়সায় বাড়ী গাড়ি সবই করেছেন।

স্যার, আপনার দেয়া প্লান মাফিক সবই তো করেছিলাম। কিন্তু উপরের মহলের কঠিন নির্দেশে ঘোড়েল কানা সাহেবকে ধরিয়ে দিতেই হলো।

তো আমাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন কবে?

কী যে বলেন স্যার আপনাকে ধরবে সে মায়ের পুত তো এখনো .....।

মশকরা করছেন?

না স্যার আপনি যেমন বুদ্ধিমান তেমন ক্ষমতাধর। তা ছাড়া আমরা আছি না?

আপনারা থাকলেই তো আমার সমস্যা। আমাদের কাছ থিকা চান্দা ফেনসী মাদক সবই খাইবেন আবার উপর আলাগো কাছে সব খবর ঠিকমতন পৌঁছাইয়া দিবেন। শাঁখের করাত বুঝেন? আপনারা যাইতে কাটেন আবার আসতেও কাটেন।

স্লাইড ৭.

দ্যাখ ছলিম খালি আমরা না এর মধ্যে কততো মানুষ আইসা পড়ছে। সবটিরে এদিকে ডাক দে। সেনাবাহিনী দমকলের লোক গুলানের কাছে যাইয়া ক আমরা যমুনার পাড় থাইকা আইছি ৩০ জন লোক। আমরা কাম করুম রাইতে দিনে সমানে।

নাটোর থেকে কামালউদ্দীন ভাতিজিকে খুঁজতে এসেছিলেন। পাগলের মত খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে এক সময়ে ভাতিজির কথা ভুলে গেলেন সারি সারি মৃত ভাতিজি দেখে। টানা চারদিন জীবিত-মৃত নিয়ে টানা হেঁচড়া করছেন। ঘুম নেই। খাওয়া নেই। নাওয়া নেই। ভাবেন - না থামলেই তো আর একজনকে বাঁচানো যাবে।

স্কুলের বাচ্চা গুলো স্কুল বাদ দিয়ে পানির বোতল আর খাওয়া নিয়ে ছুটছে। মোবাইল ফোন হাতে ছেলে মেয়েরা ছুটছে গলায় ঝোলানো কাগজে লেখা 'ফ্রি ফোন করুন আপনার স্বজনের খোঁজ নিন"। যদি কেউ পড়তে না পারে তাই চিৎকার করে বলছে। নিজেদের জমানো পয়সা দিয়ে ফ্রি ফোন কলের ব্যবস্থা করেছে ওরা।

টাঙ্গাইল থেকে হরতালের মধ্যে হেঁটে রিক্সায় চলে এসেছেন শ্বশুর হাতে ডাবের পানি। যদি বৌমা চোখ খুলেই বলে পানি! চারদিন ধরে সেই ডাবের পানি নিয়েই বসে আছেন। বৌমা আর আসেনি।

বন্ধুদের নিয়ে মৃত্যুকূপ দেখতে এসেছিলো রনি - ওদের কারোরই আর ফিরে যাওয়া হয়নি। চারদিন ধরে কেবল জীবিত আর মৃত মানুষ উদ্ধার করেছে। কেউ ওদেরকে বলার সময় পায়নি - ভাই একটু হাত লাগান। ওরা নিজেরাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

মাথায় হেফাজতী ইসলামের ফেটী বেঁধে উদ্ধারের(?) কাজে এসে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন একজন হেফাজতী। তাঁর সেবা দিলেন কর্মরত গণজাগরণ মঞ্চের ডাক্তার নেতা।

২৪ এপ্রিল বুধবার সকাল ৯টায় শত শত জীবন কেড়ে নেওয়া সর্বগ্রাসী ভবনটি ধসে পড়ার মুহূর্ত থেকেই শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা একযোগে উদ্ধার অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যতই সময় গড়িয়েছে ততই যোগ দিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী। একপর্যায়ে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে সেখানে। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী দমকল বাহিনী নার্স চিকিৎসক, এনাম মেডিকেল সেন্টারসহ প্রশিক্ষিত-অপ্রশিক্ষিত হাজারো কর্মী নিদ্রাহীন ক্লান্তিহীন বিরতিহীন কাজ করে প্রায় চার শত মৃত এবং আড়াই হাজারের মত জীবিত মানুষকে উদ্ধার করেছেন ৯৬ ঘন্টায়। পরবর্তীতে মৃত দেহর সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়'শোর উর্দ্ধে। সালাম, তোমাদের সালাম। এমন অল্প সময়ে এতো অধিক সংখ্যক মানুষকে উদ্ধার পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বলতে ইচ্ছে হয় - 'নষ্ট রাজনীতি যা তুই এবার নির্বাসনে/এই মানুষেরাই গড়বে দেশ স্বসম্মানে।'

স্লাইড ৮.

শাহীনা কয় দিন কয় ঘন্টা হইলো কিছুই তো বুঝি না। খালি অন্ধকার। গলাডা শুকাইয়া যাইতাছে। গায়ের ঘাম চাইটা আর কাম হয়না। এতো রইয়া সইয়া মৃত্যু আর কেউ দেখে নারে ... আমরাই দেখলাম। কী অপরাধ আমাগো? আর মনে হয় না বাচুম। যদি তুমি বাইচ্চা যাও শাহীনা জুলেখার বাবারে কইও আমারে জানি মাফ কইরা দেয়। হে মানা করছিলো আমি শুনি নাই। মরণ আমারে নিয়া আইছে। হেরে কইও জুলেখারে মানুষ করতে - জুলেখারে জানি কোনদিন গার্মেন্টেসে কাম না করায় আ ... ইয়া আল্লাহ আ ... আ।

মর্জিনা না না তুই যাইস না যাইস না বইন আর একটু থাক। ভাইয়েরা কইছে আর দেরী নাই আমাগো উডাইতে। বইন আর একটু থাক। যাইস না। যাইস নারে বইন যাইস না .. ... ।

প্রিয় পাঠক। এ স্লাইড শোর সব স্লাইডের কথাই মিথ্যে অথবা কল্পনাপ্রসূত হতে পারে। বাস্তবতার সাথে মিল নাও হতে পারে। তবে হলপ করে বলতে পারি সাত নম্বর স্লাইডটি সর্বাংশে সত্য - কারণ ওটাই আমাদের বাংলাদেশ।